PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-12, No.-2, Nov 2021

অতি মারির প্রভাব ও বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা: লকডাউন পর্বে পুরুলিয়া জেলার গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থীদের সমস্যা

প্রণব কুমার মাহাত [1*]

[1*] প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরশা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া,
Email: pranab.prl1991@gmail.com

Abstract

পুরুলিয়া জেলার গ্রামীণ এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ওপর করোনা ভাইরাস কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অনুসন্ধান করার জন্য একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। মোট ১০০ জন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। এই সমীক্ষায় একটি প্রশ্নাবলী তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় এবং তাদের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় ২৩-১০-২০২০ থেকে ৩০-১০-২০২০ তারিখের মধ্যে। করোনা ভাইরাসের প্রভাব পরিমাপ করতে, একটি সাধারণ বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। এই অতিমারি পরিস্থিতিতে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে। ২০২০-২১ শিক্ষা বর্ষের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ২১% শিক্ষার্থী ৫০% এর বেশি সিলেবাস পড়ে শেষ করতে সক্ষম হন। এই সময় কালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনলাইনে পড়াশোনার ব্যবস্থা চালু করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মাত্র ১৫% শিক্ষার্থী প্রতিদিন ক্লাসে অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষার্থীদের একটি বৃহৎ অংশ নিয়মিত অনলাইন ক্লাসের বাইরে থাকছে। সুতরাং এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের ওপর গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে করোনা পরিস্থিতি।

Keywords : করোনা ভাইরাস, লকডাউন, অনলাইন শিক্ষা, প্রথাগত শিক্ষা।

সূচনা

একবিংশ শতকের মানব সভ্যতার কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ অতিমারি 'করোনা'। প্রথম করোনা ভাইরাস বা কোভিড -১৯ এর প্রাদুর্ভাব ঘটে চিনের ইউনান প্রদেশে, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে।[১] এই মারণ ভাইরাসের সংক্রমণের তীব্রতা এতই বেশি যে, তা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলে। বিশ্বের সমস্ত দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়। এই ভাইরাসের মারণ ক্ষমতার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাসকে অতিমারি ভাইরাস হিসেবে ঘোষণা করে ২০২০ সালের ১১ই মার্চ।[২]এই অতিমারি ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ অনুসারে বিশ্বের সমস্ত দেশের সরকার কঠোর ভাবে লকডাউন কার্যকর করে। এই লকডাউন- এর ফলে একদিকে যেমন প্রায় সব দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার জন্য বহু মানুষ কাজ হারিয়ে ফেলে, তেমনি বিদ্যালয় গুলিতে নিয়মিত পঠন পাঠন বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার গতিও ধীরে

ধীরে স্তিমিত হতে থাকে। করোনা পূর্বে সমগ্র বিশ্বে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছিলেন । কিন্তু লকডাউন পর্বে তারা সেই সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। ভারতের মধ্যেই প্রায় ৩২০ মিলিয়ন শিক্ষার্থী নিয়মিত বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।[৩] সমগ্র বিশ্বের পরিসংখ্যান এর নিরিখে এই সংখ্যাটি প্রায় অর্ধেকেরও বেশি।

ভারতে প্রথম করোনা ভাইরাসের থাবা ধরা পড়ে ৩০ জানুয়ারী ২০২০ সালে, কেরালার ত্রিশুরে ।[৪]করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য ভারতের প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গুলিতে কঠোর ভাবে লকডাউন কার্যকর করার নির্দেশ দেন কেন্দ্র সরকার। ২৫.০৩.২০২০ থেকে ৩১.০৫.২০২০ পর্যন্ত চারটি ধাপে জাতীয় লকডাউন পালিত হয়।[৫] এরপর কনটেইনমেন্ট জোন গুলিকে চিহ্নিত করা হয় এবং অত্যাবশ্যকীয় কর্মক্ষেত্র গুলিতে ধীরে ধীরে লকডাউন শিথিল করা হয়।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির হার কমানোর জন্য লকডাউন পর্বে বা তার পরবর্তী সময়েও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকার ফলে, ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির শিক্ষার্থীদের উপর গভীর প্রভাব পড়েছে। এই সময় পর্বে দেশের উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে অনলাইন পঠনপাঠন ব্যবস্থা শুরু হলে, তার সমস্ত সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণরূপে লাভ করে উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২১সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে পর্ষদ কর্তৃক অনলাইন বিষয় ভিত্তিক পঠনপাঠনের ব্যবস্থা চালু করেন।[৬] কিন্তু পুরুলিয়ার মতো প্রান্তিক জেলা গুলির ভৌগোলিক অবস্থান ও নানান আর্থ-সামাজিক কারণে অনলাইন পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় । পুরুলিয়া জেলার গ্রামাঞ্চলের অন্তর্গত শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ অনলাইন পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে দূরদর্শনের কিছু চ্যানেলে সম্প্রচারিত হতে থাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ক্লাস। তবুও ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠরত পুরুলিয়া জেলার শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে করোনা পরিস্থিতি। এই জেলার শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পঠনপাঠনে ও পাঠক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে করোনা পরিস্থিতি কতখানি বিরূপ প্রভাব ফেলেছে, তা অনুসন্ধান করাই হলো এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

পুরুলিয়া জেলার ১০ টি ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠরত ১০০ জন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাতকারের মধ্যে দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সুতরাং ফিল্ড রিপোর্ট এর ওপর ভিত্তি করে এই গবেষণাটি করা হয়েছে।

ফলাফল ও আলোচনা

করোনা পরিস্থিতি পুরুলিয়া জেলার গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে। এই জেলার বেশিরভাগ শিক্ষার্থী গ্রামে বসবাস করে (৮০%)। এছাড়া সামাজিক দিক দিয়েও এই জেলার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫০% তপশিলি উপজাতির সাঁওতাল, ভুমিজ, মাহাত সম্প্রদায়ভূক্ত। পুরুলিয়া জেলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষিকাজ।[৭] কিন্তু ভূপ্রকৃতি পাথুরে মালভূমি ও রুক্ষ প্রকৃতির হওয়ার জন্য এবং জলসেচ ব্যবস্থার সুযোগ না থাকার ফলে, প্রায় সময়ই খরা দেখা দেয়।

ফলত এই অঞ্চলের মানুষের মাথা পিছু উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম। এই অর্থনৈতিক দারিদ্র্যতাও শিক্ষার্থীদের ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানটি থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে, এই অঞ্চলের প্রায় ৬০% শিক্ষার্থীদের পরিবারের মাসিক উৎপাদন ২০,০০০ টাকার কম। অর্থাৎ দরিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাস করে।

Table -1: Characteristics of the study participant's (N-100)

Characteristics	Variable	Frequency	Percentage
Social groups	General	20	20
	O. B. C	40	40
	S. T	30	30
	S. C	10	10
Residential area	Urban	20	20
	Rural	80	80
Monthly income of the family (R. S)	Below - 20000	60	60
	20000-40000	30	30
	40000+	10	10
Presently Studying	M. P	50	50
	H. S	50	50

লকডাউন সময় পর্বে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকার ফলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সমস্যার কবলে পড়েছে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা। নীচে দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয় গুলি বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের নিয়মিত পাঠ্যাভাস থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। যদিও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করানোর জন্য অনলাইনে পঠনপাঠন শুরু করে। কিন্তু এই তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পঠনপাঠন ব্যবস্থা পুরুলিয়া জেলার শিক্ষার্থীদের নিকট যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। তাই দেখা যায় প্রায় ৫০% শিক্ষার্থী নিজ প্রচেষ্টাতেই বাড়িতে বসে একমাত্র পাঠ্য বইকে ভর করে পাঠ গ্রহণ করে চলে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনলাইন পাঠদানের ব্যবস্থাপনায় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা খুব বেশি পরিমাণে উপকৃত হয়নি, তা পরিসংখ্যান থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। কেন না ৫০% শিক্ষার্থীদের বাড়িতে মোবাইল ফোন থাকা সত্ত্বেও,সেই সব পরিবারের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত অনলাইনে পড়াশোনা করার জন্য অংশগ্রহণ করেনি। মাত্র ১০% শিক্ষার্থী নিয়মিত অনলাইন পড়াশোনায় অংশগ্রহণ করেছেন। এর পিছনে হয়তো কিছুটা দায়ী ছিল লকডাউন পর্বে মানুষের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকার অভাব এবং কিছুটা অভিভাবকদের অসচেতনতা। তাই দেখা যায় ২২% শিক্ষার্থী সপ্তাহে তিন দিনের থেকেও কম অনলাইন পড়াশোনায় অংশগ্রহণ করেছেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, পুরুলিয়া জেলার গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের নিকট অনলাইন পড়াশোনা চালানোর কর্মসূচিটি খুব একটা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারেনি। অনলাইনে পড়াশোনা উচ্চ শিক্ষায় ফল দায়ক হলেও, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পুরোপুরি সফলতা অর্জন করতে পারেনি এটা ভাবা যেতেই পারে। কেন না অনলাইন শিখনে শিক্ষকদের যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ হতে হবে, না হলে শিক্ষার্থীরা বিরক্ত হয়ে থাকে। আর লকডাউন পর্বে যে সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গৃহ শিক্ষকেরা পাঠদান কার্য পরিচালনা করেছিলেন, তাঁরা বেশিরভাগই অনলাইন পাঠদানে অনভিজ্ঞ ছিলেন। এছাড়াও এই স্তরের শিক্ষার্থীরা সকলেই বয়ঃসন্ধি কালের অন্তর্ভুক্ত, তাই এই

স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সময় সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অনলাইন পাঠদানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থীদের সমান ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে, শিক্ষার্থীরাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে পাঠ গ্রহণ করেন। এতে পাঠদান প্রক্রিয়া অনলাইন পাঠদান অপেক্ষা বেশি ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। যেহেতু অনলাইন পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীদের সমান ভাবে গুরুত্ব দেওয়ার সুযোগ পান না, তাই এক্ষেত্রে অতি উচ্চ মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বেশি পরিমাণে উৎসাহিত হয়। কিন্তু একইভাবে আবার নিম্ন মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা নিরুৎসাহিত হয়ে শিখন কার্যে অনেকটা অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এর ফলে শিখনের উদ্দেশ্য অনেকাংশেই ব্যহত হয়।

Table -2: Learning status and academic sphere during the Lockdown.

Characteristics	Variable	Frequency	Percentage
Mode of learning	Both textbooks and online	40	40
	Online studying	10	10
	Reading textbook with own effort	50	50
Syllabus Covered	<30	46	46
	30-50	33	33
	>50	21	21
Time spending for study during the lockdown	Less than normal situation	25	25
	More than a normal situation	27	27
	Same like a normal situation	48	48
Separate reading room for study	Yes	20	20
	No	80	80
Online classes attended per week	Above 3days per week	33	13
	Below 3days per week	52	22
	Daily	15	15
Process of gadgets for online classes	Android mobile	42	42
	Laptop/Computer	08	08
	Own	12	12
	Hired from neighbors	04	04
	Hired from family members	34	34
Persons conducted online classes at lockdown	Institutions teacher	64	64
	Conversation with friends	14	14
	Home tutors	22	22
Attended online classes before the outbreak of COVID-19	Yes	23	23
	No	77	77

লকডাউন সময় কালে একদিকে যেমন গ্রামীণ অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা হয়ে উঠে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে শহরের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র গুলিতে কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়। এর ফলস্বরূপ মানুষের মাথাপিছু আয় হ্রাস পায়। কৃষি ব্যবস্থা পুরোপুরি বৃষ্টি নির্ভর হওয়ার জন্য, এই অঞ্চলের সিংহ ভাগ মানুষ ভিন্ন জেলা ও রাজ্যে কাজ করতে যায়। কিন্তু লকডাউন পর্বে তারা বাড়িতে ফিরে এসে কর্মহীন হয়ে পড়ে, এতে পারিবারিক আয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারের (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে) মতো ক্রমশ নিম্নমুখী হতে থাকে। এই আর্থিক সংকট মোকাবিলা করতে

সরকার রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এই আর্থিক সংকটের প্রভাব পড়ে বহু মাত্রায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়াদের ওপর। নিম্নে উল্লেখিত একটি পরিসংখ্যান থেকে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রায় ৮৬% শিক্ষার্থী অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, লকডাউন পরিস্থিতিতে তাদের পরিবারের আয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং তা তাদের নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অনেকাংশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই সময় কালে পড়াশোনার সাথে সাথে তাদেরকে পরিবারের বিভিন্ন কাজে সামিল হতে হয়েছে। পারিবারিক আয় কমে যাওয়ার ফলে তারা অনেকেই প্রাইভেট বা কোচিং- এর পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে আরো জানতে পারা যায় যে, ৮১% শিক্ষার্থী নিয়মিত পড়াশোনা থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়ে পড়েন।

Table – 3: Impact of Covid-19 on economic condition and educational attendance.

Opinions	Variable	Frequency	Percentage
Do you think that the economic condition of your family will be affected by COVID-19 pandemic?	Yes	86	86
	No	14	14
Do you think that low family income would affected your education?	Yes	83	83
	No	17	17
Do you think that the COVID-19 pandemic may cause of educational discontinuation?	Yes	81	81
	No	19	19

উপসংহার

করোনা ভাইরাস পুরুলিয়া জেলার জনস্বাস্থ্যের উপর যতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, তার থেকে বহুগুণ প্রভাব বিস্তার করেছে অর্থ ব্যবস্থার উপর। হাজার হাজার মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে বাড়িতে বসে থাকার ফলে গ্রাম্য অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়েছে বললেই চলে। তাই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরাও করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাদ যায়নি। লকডাউন পরিস্থিতি তাদের শিখন প্রক্রিয়াকে কতখানি প্রভাবিত করেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ২০২১ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করলে। সুদীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা লকডাউনের নেতিবাচক প্রভাব শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ার গতি পথেই রধ করবে না, পাশাপাশি তাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভা গুলিকে ভবিষ্যতে বিকশিত করার পথেও ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকবে। এক কথায় বলা যায় পুরুলিয়া জেলার ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জীবনে করোনা ভাইরাস যতখানি প্রতক্ষ্য প্রভাব বিস্তার করেছে, তার থেকেও বেশি পরিমাণ পরোক্ষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তাদের ভবিষ্যতের কর্মজীবনে।

তথ্যসূত্র

i. Goyal.S, Impact of Corona virus on education in India, http//www.jagranjosh.com/articles/dmrc.result-2020-released-delhimetrorailcom-chech-cut-off-marks-1587122899-1?itm.

ii. UNESCO. Education : From disruption to recovery. https://en.unesco.org/cov9/educationresponse

iii. WHO Timeline-covid-19, April 2020, https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-Who-timeline-covid-19.World Health Organization.

iv. Manzoor, A. (2020). Online Teaching and Challenges of COVID-19 for Inclusion of Persons with Disabilities in Higher Education. http://dailytimes.compk/595888/online-teaching-and-challenges-of-covid-19-for-inclusion-of-pwds-in-higher-education/.

v. Children and Youth Services Review 116(2020), 105194,www.elsevier.com/locate/childyouth.

vi. Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar". Studies in Philosophy of Science and Education, 1(1), 38-49.

vii. Kapasia, N., Paul, P., Roy, A., Saha, J., Zaveri, A., Mallick, R.,... & Chouhan, P. (2020). Impact of lockdown on learning status of undergraduate and postgraduate students during COVID-19 pandemic in West Bengal, India. Children and Youth Services Review, 116, 105194.